দশ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান

আমিনুল মোহায়মেন

বেকারত্ব যে আমাদের প্রধান সমস্যা, সে ব্যাপারে সম্ভবতঃ কেউই দ্বিমত করবেন না। সন্ত্রাস সহ আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান সহজে করা যেত যদি বেকার তরুণ-তরুণীদের জন্য আমরা পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারতাম। এ প্রসঙ্গ আসলেই আমরা আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও জনসংখ্যার আধিক্যের কথা বলি। যেহেতু অলৌকিক কিছু না ঘটলে আমারা অঢেল সম্পদের মালিক হবো না (হলেও, তার বিপদ যে আরও বেশী, তা বলাই বাহুল্য) বা খুবই মারাত্মক কোন দূর্ঘটনা না ঘটলে আমাদের জনসংখ্যার আধিক্য কমবে না, তাই এ বিষয় নিয়ে সাধারনতঃ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাথা ঘামান না। তবে একটু হিসাব করে দেখলেই দেখা যাবে কোন রকম অলৌকিক ঘটনা বা দূর্ঘটনা অথবা কারো বেহিসাবী দান ছাড়া, এমনকি তেমন কোন রাজনৈতিক পরিবর্তন ব্যতিরেকে, শুধুমাত্র সামান্য দেশপ্রেমের পরিচয় দিলে আমরা অন্ততঃ দশ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারি।

ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি বিশ হাজার কোটি টাকার মত। তার মানে আমরা ভারতে যে পরিমান পণ্য রপ্তানী করি তার থেকে বিশ হাজার কোটি টাকার বেশী জিনিস ভারত থেকে কিনে আনি। এই টাকা আসে কোথা থেকে? আমাদের মেয়েরা আধপেটা খেয়ে, কর্মক্ষেত্রে হাজারো নির্যাতন সহ্য করে যে পোষাক শিল্পকে বাচিয়ে রেখেছে - এ টাকা তার থেকে আসে। আমাদের যে ছেলেরা তীব্র গরমে সউদী আরবে রাস্তা ঝাড়ু দিয়ে বা মালেশিয়ার জঙ্গলে সাপের কামড় খেয়ে টাকা রোজগার করে দেশে পাঠায় - এ টাকা তার থেকে আসে। এই কষ্টের টাকা দিয়ে আমরা ভারতীয় চানাচুর, চকলেট কিনে খাই।

বিষয়টির আরেকটি দিক আছে। শুধু ভারতের সাথেই আমাদের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমান বিশ হাজার কোটি টাকা। চীন, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, ভুটান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া - এসব দেশ ধরলে এ ঘাটতি পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। এই টাকার পরিমানটা নিতান্ত কম নয়। এ পরিমান টাকা দিয়ে পুরো বাংলাদেশ সরকারকে চালানো যেতে পারে।

এই পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার অর্ধেকটা দিয়েও যদি আমরা বিদেশী পন্য না কিনে বাংলাদেশী পন্য কিনি তাহলে বাংলাদেশের অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়। তখন পঁচিশ হাজার কোটি টাকার পন্য বেশী উৎপাদন করতে দেশে প্রচুর সংখ্যক নতুন শিল্প কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবে। কোন পন্য উৎপাদনে বিশ ভাগের বেশী খরচ হয় জনশক্তির বেতন বাবদ। তার মানে এই পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার মধ্যে অন্ততঃ ৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা যাবে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে। ঐসব কল-কারখানাতে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বার্ষিক গড় বেতন এক লাখ টাকা ধরা হলে সেখানে ৫ লক্ষ তরুন-তরুনীর কর্মসংস্থান হবে।

এ হল প্রত্যক্ষ কর্ম সংস্থান। পরোক্ষভাবেও সমপরিমান কর্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। উৎপাদিত পন্য বিপনন ও বিতরনের জন্য প্রচুর লোক চাকুরী পাবে। এইসব নতুন চাকরি পাওয়া লোকদের আর্থিক সচ্ছলতা বেড়ে যাওয়ায় তাদের জন্য অতিরিক্ত পন্য ও সেবার চাহিদা তৈরী হবে। তাতেও অনেকের কর্মসংস্থান হবে।

বাংলাদেশের দশ লক্ষ তরুন-তরুনীর কর্মসংস্থান করা গেলে দেশের বেকার সমস্যা বহুলাংশে কমে যাবে। সন্ত্রাসের অন্যতম কারন বেকার সমস্যা। ফলে তখন সন্ত্রাস ও কমে যাবে। আমরা একটি হত দরিদ্র অবস্থা থেকে দ্রুত একটি উন্নত দেশে পরিনত হতে পারবো।

এই পরিবর্তনের জন্য তেমন আহমরি কিছু করার প্রয়োজন নেই। শুধু একটু সচেতন হয়ে যদি আমরা সবাই বাংলাদেশী পন্য কিনি তাহলেই এ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশী পন্যের ব্যাপারে একটি পুরাতন অভিযোগ রয়েছে যে, এগুলির গুনগত মান অতো ভালো নয়। তাছাড়া একজন ক্রেতার এ অধিকার তো রয়েছেই যে, তিনি কম দামে বেশী ভালো পন্যটি কিনবেন। এটি একটি চক্রাকার সমস্যা। কোন পন্যের বাজার সৃষ্টি না হলে সে পন্য উৎপাদনে কেউ বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় না। আমরা সবাই দোকানে গিয়ে যদি

বিদেশী চকোলেট খুজি, তাহলে দেশী উদ্যেক্তাগন উন্নতমানের চকোলেট বানাতে আগ্রহী হবেন কেন? অপরদিকে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ না হলে কোন পণ্যের গুনগত মান বাড়ে না।

এই চক্র ভাংতে কোন বিনিয়োগকারীর এগিয়ে না আসার সম্ভাবনাই বেশী। কেননা তাতে তার আর্থিক ক্ষতি হবার ভয় রয়েছে। এগিয়ে আসতে হবে আমাদের মত সাধারন ক্রেতাদেরকে। বাংলাদেশী পন্য কিনতে গিয়ে আজ যদি আপনার দু-এক টাকা লোকসান ও হয়, সে লোকসান খুব শীঘ্রই বহুগুন লাভে পরিনত হয়ে আপনার কাছেই ফিরে আসবে। যে দশ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে তাতে আপনার এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের অংশও রয়েছে। একটি শিল্প স্থাপিত হলে তাতে শুধু শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় না, সেখানে একাউন্টেন্ট, এমবিএ, ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার পেশাজীবি সকলেরই চাকুরির সুযোগ হয়। বেকারত্ব হ্রাসের ফলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে উন্নতি ঘটবে তার থেকে লাভবান হবেন সকলেই। ফলে সমাজের যে অবস্থানেই আপনি থাকুন না কেন, এর সুফল আপনি পাবেনই।

আমরা একটি দেশপ্রেমিক জাতি । লক্ষ প্রানের বিনিময়ে আমরা দেশকে স্বাধীন করেছি। আমরা কি পারিনা বাজারে গিয়ে একটি খানি দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে? কত ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আমরা মিছিল-মিটিং, সভা-সমাবেশ করি; আমাদের সকলের কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তার সাথে জড়িত এই বিষয়টি নিয়ে আমরা কি গনসচেনতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে পারি না?

mohaimen@bdonline.com